মানবাধিকার
তত্ত্ব ও অনুশীলন

সম্পাদক
কৃত্তিবাস দত্ত

Human Right : Theory and Practice

Edited by Krittibas Datta

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২২

© সম্পাদক

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনও যান্ত্রিক উপায়ের গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সম্বলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনও ডিস্ক, প্লেট, পারফোরেটেড বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN : 978-93-90873-93-7

এভেনেল প্রেসের পক্ষে সুভাষনগর, মেমারী, পূর্ব বর্ধমান থেকে অঞ্জন সাহা কর্তৃক প্রকাশিত এবং শরৎ ইম্প্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮ বি শ্যামাচরণ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

e-mail : avenelindia@gmail.com ; avenelpress34@gmail.com

Website : www.avenelpress.com

প্রচ্ছদ : বাবুল দে

অক্ষর বিন্যাস : আর. ডি. কম্পিউটারস্ (9883392864)

১৬৬ মানবাধিকার ও ভারতবর্ষ
—দেবলীনা মুখার্জী

১৭৯ মানবাধিকার: ভারতের বিচার বিভাগের পরিবর্তনশীল অভিমুখ
—শুভেন্দু নাথ পাত্র

১৮৮ পরিবেশ ও মানবাধিকার
—স্বরূপ বিশ্বাস

১৯৯ তৃতীয় লিঙ্গ ও মানবাধিকার: একটি পর্যালোচনা
—জয়দেব বর্মন

২১১ ভারতবর্ষে শিশুশ্রম ও মানবাধিকার
—দিনেশ দাস

২২০ মানবাধিকার প্রসঙ্গে ভারতের বরিষ্ঠ নাগরিক
—পবিত্র বিশ্বাস

২৩৭ নারী নির্যাতন ও মানবাধিকার : একটি পর্যালোচনা
—সমাদৃতা সমাদ্দার

২৫০ জাতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে মানবাধিকার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার একটি নিবিড় পাঠ
—সরিৎ কুমার পাল

২৫৭ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার: তত্ত্ব ও বাস্তবতা
—বিশ্বনাথ দাস

২৬৩ শিশুর মানবাধিকার - একটি পর্যালোচনা
—প্রশান্ত অধিকারী

২৭৯ মানবাধিকার শিক্ষার একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা
—মৌসুমী দত্ত

মানবাধিকার ও ভারতবর্ষ

দেবলীনা মুখার্জী

মানবাধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের জানা দরকার মানবাধিকার বলতে আমরা কী বুঝি ? সাধারণ বোধে বলা যেতে পারে মানবরূপে জীবনযাপন করার জন্য যে সকল অধিকার বা অবশ্যপালনীয় শর্তের প্রয়োজন, যা দেশ-কাল-লিঙ্গ-অবস্থান নির্বিশেষে প্রযোজ্য তাই মানবাধিকার। যেহেতু মানুষ জীবজগতের উন্নততম প্রাণী, সেই কারনে প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ছাড়াও প্রাপ্য এমন কিছু অধিকার যা তাকে আলাদা করে মনুষ্যত্বর প্রাণীর থেকে। তবেই হবে তার মানজন্ম সার্থক। যদি এই আবশ্যিক শর্তগুলির অভাব থাকে কোন সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, তার ব্যর্থতার দায় বর্তায় সমগ্র মানবসমাজে।

মানবাধিকারের তাত্ত্বিক আলোচনায় আধুনিক সময়ে যে পরিভাষাগুলো সাধারণভাবে গৃহীত তার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে মানবাধিকার সম্মন্ধে রাষ্ট্রসংঘের ধারনা বা এ সম্মন্ধে রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন আইন, যা রাষ্ট্রসংঘের সনদ, ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা দ্বারা (সিদ্ধান্ত ২১৭) প্রণীত 'Universal Declaration of Human Rights' (UDHR) বা 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র', ও পরবর্তীকালের, ১৯৬৬ সালে সৃষ্ট ' আন্তর্জাতিক পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের অঙ্গীকারপত্র (ও তার দুটি ইচ্ছাদিন বিধিবিধান) এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের অঙ্গীকারপত্র (ও তার ইচ্ছাধীন বিধিবিধান) প্রভৃতি সুত্রের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করতে পারি।

১৯৪৮ সালের এই 'ঘোষণাপত্র' (OHCHR) অনুসারে আমরা ৩০টি ধারা দেখতে পাই একটি সাধারণ মুখবন্ধের পরে। মুখবন্ধ টি আমাদের অবহিত করে মানবাধিকারের গুরুত্ব সম্বন্ধে। এই এই মুখবন্ধ অনুসারে বিশ্বশান্তি, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি, জাতিসমূহের